দৈনিক ইনকিলাব

27

তারিখ 27 JUL 1986 পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

বিশেষ সংবাদ বুলেটিন

সমস্যার গভীর আবর্তে সরকারী কলেজসমূহ

সদ্য জাতীয়কৃত ৪৩টি এবং জাতীয়করণ প্রক্রিয়াধীন এমন ১০টি কলেজসহ সারা বাংলাদেশে মোট ১৮৯টি সরকারী কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে ১০টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ২টি সরকারী মাদ্রাসা এবং ১৬টি বাণিজ্যিক কলেজ। বাদবাকী ১৬১টি সাধারণ কলেজ এবং এর মধ্যে ৩৮টি মহিলা কলেজ। সাধারণ কলেজগুলোর মধ্যে ৭টি ইন্টারমেডিয়েট কলেজ, ৪৪টি কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। এই ৪৪টির মধ্যে আবার ১৩টিতে মাস্টার্স কোর্স আছে। সরকার এদের ১২টি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজরূপে ঘোষণা করেছেন।

উল্লেখ যে, ১৮৯টি কজেলের মধ্যে ১০৮টি সাধারণ কলেজ, ২টি সরকারী মাদ্রাসা ও ১০টি টচার্স ট্রেনিং কলেজসহ মোট ১২০টি কলেজে এনাম কমিটির সুপারিশ মতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য প্রতি বিষয়ে ২টি, ডিগ্রী পর্যায়ে প্রতি বিষয়ে ৪টি এবং অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে প্রতি বিষয়ে ৭টি করে পদ সৃষ্টি করা হয়। এতে করে কোন কলেজে যে বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী পাস, অনার্স এবং মাস্টার্স—এ চারটি পর্যায়ই রয়েছে, সে বিষয়ে কেবলমাত্র ৭ জন শিক্ষকের পদ স্পষ্টতঃই অপ্রতুল। এতে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে মাষ্টার্স পর্যন্ত ক্লাস চালিয়ে নেয়া মারাত্মকভাবে মুশকিল হয়ে পড়েছে। আর একটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে। তা হলো, বাংলা বিষয় ছাত্র-শিক্ষক ও ক্লাসের 'রেসিও'-র উপর গুরুত্বারোপ না করে অন্যান্য বিষয়ের সংগে সমতার ভিত্তিতে পদ সৃষ্টি করাতে বাংলায় শিক্ষকদের পদোন্নতি এবং শিক্ষার্থীদের হিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সাংঘাতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোন কোন কলেজে বিভিন্ন বিষয় ও পদে থাকলেও এনাম কমিটির সুপারিশে ভুলক্রমে উল্লেখ না করার ফলে পদ সৃষ্টি না হওয়াতে ঐ বিষয়ের শিক্ষকগণ দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও নিদারুণ সমস্যায় পড়েছে। এছাড়া ঢাকাস্থ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজসহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোকে ইন্টামেডিয়েট কলেজ হিসেব গণ্য করে সে অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে এ ভুলের জন্যে ঐ কলেজগুলোতে বিশেষ করে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের মত পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগত দুরবস্থা, পেশাগত হতাশা এবং প্রাশাসনিক জটিলতা দেখা দিয়েছে।

উল্লিখিত ১২০টি কলেজে এনাম কমিটির সুপারিশ মতে বিভিন্ন বিষয়ে সৃষ্ট পদসমূহ নিতান্ত অপর্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত পরিতাপের সংগে উল্লেখ করতে হয় যে, এসব কলেজে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের শত শত পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে রয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে, পদোন্নতির অভাবে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক বহুবিধ জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

নিম্নে ১২০টি কলেজে এ মুহূর্তে শূন্য পদসমূহের একটি চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

অধ্যক্ষ	শূন্যপদ প্রায়	৫০টি
উপাধ্যক্ষ	"	৫৫টি
অধ্যাপক	"	১৩৭টি
সহযোগী অধ্যাপক	"	৬২০টি
সহকারী অধ্যাপক	"	৫১৫টি
প্রভাষক	"	১০০০টি

প্রদত্ত চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কলেজগুলোতে বিশেষ করে মফস্বল কলেজগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে শতকরা ৫০ ভাগ পদই শূন্য। লক্ষণীয় যে, বেশ কিছু সংখ্যক কলেজে প্রবীণ সহযোগী অধ্যাপকগণ নিজ বেতনে অধ্যক্ষের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। যোগ্যতা ও প্রবীণতা থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি না দিয়ে তাঁদের উপর অধ্যক্ষের দায়িত্বভার অর্পণ করার ফলে তাঁরা নিজেরাও satisfaction পাচ্ছেন না।

লাইব্রেরী সুষ্ঠু শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ এবং সুস্থ পরিবেশে পড়াশুনা ও থাকা-খাওয়ার জন্য ছাত্রাবাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সরকারী কলেজগুলোতে লাইব্রেরীর অবস্থা নৈরাশ্যজনক এবং ছাত্রাবাসের পরিবেশ ও পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক। অধিকাংশ কলেজের লাইব্রেরীগুলোতে বই-এর স্বল্পতা, স্থানাভাব এবং যোগ্যতা সম্পন্ন লাইব্রেরীয়ানের অভাবসহ প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত। স্মরণযোগ্য যে, এনাম কমিটির সুপারিশ মতে, এসব কলেজে লাইব্রেরীয়ানের পদসমূহ প্রথম শ্রেণীর পদরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর দীর্ঘকাল যাবত ঐ সৃষ্ট পদসমূহ শূন্য পড়ে রয়েছে। ফলে লাইব্রেরীয়ানের অভাবে লাইব্রেরীগুলোর পরিকল্পনা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। উল্লেখ্য, চাকরিরত যোগ্যতা সম্পন্ন লাইব্রেরীয়ানদের পদোন্নতির মাধ্যমে সহজেই শূন্য পদসমূহ পূরণ করে বিদ্যমান সংকট দূর করা যেতে পারে। অথচ আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে না, ফলে শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

১১৩টি কলেজে এক বা একাধিক ছাত্রাবাস আছে কিন্তু সত্য কথা বলতে দ্বিধা নেই, প্রায় ছাত্রাবাসগুলো পুরোনো জরাজীর্ণ দালান বা টিনের ঘর। এছাড়া ছাত্রাবাসগুলোতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব বিদ্যমান। এহেন করুণ অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের থাকা-খাওয়া ও পড়াশুনার সুন্দর এবং সুস্থ পরিবেশ নেই। ছাত্রাবাস পরিচালনার ক্ষেত্রে এনাম কমিটির সুপারিশে প্রতি ছাত্রাবাসের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক ও প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক সহকারী তত্ত্বাবধায়কের পদ সৃষ্টির কথা থাকলেও অদ্যাবধি বাস্তবায়ন করা হয়নি বিধায় ছাত্রবাসগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে খুবই ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। আর এ সৃষ্ট সমস্যার শিকার হচ্ছে ভবিষ্যতের নাগরিক ছাত্র-ছাত্রীরা।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৮৯টি কলেজের মধ্যে ৪৩টি কলেজ সদ্য জাতীয়কৃত করা হয়েছে এবং ১০টি কলেজ জাতীয়করণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই ৫৩টি কলেজে শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। কারণ বার বার আলাপ-আলোচনা ও অনুরোধ সত্ত্বেও সংস্থাপন বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয় এসব কলেজে এনাম কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বিষয়ভিত্তিক প্রপেয়াজনীয় পদ সৃষ্টিতে অসম্মতি জানিয়েছেন এবং শুধুমাত্র কর্মরত শিক্ষকগণকেই আত্মীকৃত করা হচ্ছে। এতে এমনও দেখা যাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিষয়ে ৭/৮ জন শিক্ষক আত্মীকৃত হচ্ছেন অথচ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষক না থাকার দরুন আত্মীকরণ এবং প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি কোনটাই হচ্ছে না। ফলে এসব কলেজে যে সকল বিষয়ে ১/২ জন শিক্ষক আছেন বা মোটেও নেই, পদের অভাবে সে সব বিষয়ে শিক্ষক দেয়া যাচ্ছে না। তাই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভয়ানক অচলাবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। বলা বাহুল্য, শিক্ষা মানোন্নয়ন ও শিক্ষাঙ্গনের সুস্থ ও সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কলেজগুলো জাতীয়কৃত হয়েছে এবং করা হচ্ছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা ও গৃহীত ভুল সিদ্ধান্তের দরুন অভীষ্ঠ লক্ষ্য সাধিত হচ্ছে না বরং অনভিপ্রেত জটিল সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে।

উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালগুলোতে অনার্স ও মাষ্টার্স পর্যায়ে অস্বাভাবিক ভর্তি সংকট লাঘব এবং উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখার লক্ষ্যেই ৪৪টি সরকারী কলেজে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু প্রতি বিভাগে ৭ জন (যা নিতান্তই অপ্রতুল) করে শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও প্রায় কলেজেই এসব বিভাগে ৪/৫ জন শিক্ষকের বেশী নেই। ফলে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে মাষ্টার্স পর্যন্ত ক্লাস নেয়া ৪-৫ জন শিক্ষকের পক্ষে শুধু কষ্টকরই না, পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরও দুর্গতি বাড়ছে। আরো দুঃখজনক যে, শিক্ষকের অভাবহেতু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন কোন কলেজের affiliation বাতিল করে দিচ্ছে। যার

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 JUL 1986 পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

প্রতিকারের পথ

সমস্যার বহুলতা, ভয়াবহতা ও তীব্রতা দেখে নিরুৎসাহ হওয়ার অবকাশ নেই, বরং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এর মোকাবিলা ও সমাধান করাই অধিক শ্রেয় ও কাম্য। শিক্ষাদানে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে সরকারী কলেজসমূহরে এ করুণ অবস্থায় আমরা চিন্তিত, বিচলিত ও শংকিত। আমরা জানি, না এর পরিণাম ও পরিণতি কি হবে। তবে এটুকু বোধগম্য যে, জাতীয় স্বার্থেই এর আশু সমাধান একান্ত জরুরী।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিরাজমান নৈরাজ্য থেকে শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষায়তনকে বাঁচাতে হলে কালক্ষেপ না করে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়া বিকল্প নেইঃ

(১) অনতিবিলম্বে পদোন্নতির মাধ্যমে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাযাপক ও সহকারী অধ্যাপকের সকল শূন্য পদ এবং বিশেষ বযবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রভাষকের সহস্রাধিক শূন্য পদ পূরণ করা।

(২) পুরোনো বেতন স্কেলে ২১০০-২৬০০ টাকা স্কেলে চাকরিরত অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের ২৩৫০-২৭৫০ টাকার স্কেলে 'সিলেকশন গ্রেড' প্রদানের বিষয়টি (যা দীর্ঘদিন যাবত কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে) অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা।

(৩) অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের বিষয়গুলোতে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের ন্যূনপক্ষে যথাক্রমে ১, ২, ৪ ও ৬টি (মোট ১৩টি) পদ সৃষ্টি করা।

(৪) কলেজগুলোর ছাত্রাসের সুষ্ঠু পরিচালনা ওব্যবস্থাপনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়কের পদ সৃষ্টি করা। জরাজীর্ণ ছাত্রাবাস মেরামত, নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা।

(৫) গার্হস্থ্য অথনীতি কলেজকে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করা এবং ভুলক্রমে এনাম কমিটির রিপোর্টে বিভিন্ন কলেজের যেসব বিষয় ও পদ বাদ পড়েছে সে সব বিষয় ও পদ পুনর্বহাল এবং নতুন পদ সৃষ্টি করা।

(৬) সদ্য জাতীয়কৃত ৪৩টি ও জাতীয়করণ প্রক্রিয়াধীন এমন ১০টি মোট ৫৩টি কলেজে শিক্ষকদের আত্মীকরণের পাশাপাশি এনাম কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বিষয়-ভিত্তিক প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি

আজকের শিশুই হবে আগামী দিনে দেশের কর্ণধার। আগামী দিনের উপযুক্ত নাগরিক ও কর্ণধার সৃষ্টির দায়িত্ব বর্তমানে আমাদের উপর। কিন্তু আমরা সে দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছি। অতীতে আমাদের অবহেলায় বেড়ে উঠা অশিক্ষিত অসচেতন লাখ লাখ নাগরিকরা আজ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাদের বংশধররাও সেভাবে বেড়ে উঠছে। লাখ লাখ অজ্ঞ মুর্খের জনসংখ্যা দিন দিন বর্ষার জলের মত বেড়ে চলেছে। শিশু শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধান না করায় দিন দিন শিক্ষার হার না বেড়ে কমে যাচ্ছে। শিক্ষা পদ্ধতি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থপনায় ত্রুটির কারণে শিক্ষার হার বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কোন ক্ষেত্রেই আমরা এগোতে পারছি না। সারা জাতি অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। এ দুর্বিসহ অবস্থার একমাত্র প্রতিকার যথাশিগ্গির শিক্ষাকে সার্বজনীন করা।

সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে যথেষ্ট শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করছেন। আমাদের সম্পদ সীমিত। তাই রাজস্ব বাজেটের সাথে বিদেশী ঋণ অনুদানের সহায়তায় প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে চলেছেন। স্কুলসমূহের গৃহ উন্নয়ন, পায়খানা, নলকূপ, আসবাবপত্র, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে চলেছেন। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও ব্যবস্থপনায় অধিকতর জোর দিচ্ছেন। কিছু সংখ্যক স্কুলের সাথে সমাজকে জড়িত করে স্কুলকে পরিপূর্ণ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে, কিছু সংখ্যক স্কুলে ফিলিপাইনের 'ইমপ্যাক্ট' পদ্ধতি চালু করে পরীক্ষামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলেছে। এসব